KHABOR SOJASUJI

খবর সোজাসুজি

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)

EDITOR - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮

www.khaborsojasuji.com

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

Vol-2 ● Issue- 11 ● Bardhaman ● 15 November 2024 ● Rs. 2.00 (Four Pages) ● Mobile - 9434566498

এক নজরে

● ''তৃণমূলের দালালি করতে হলে উর্দি ছেড়ে ঝান্ডা ধরুন। অশোক স্তম্ভের জায়গায় হাওয়াই চটির সিম্বল লাগিয়ে নিনক্ষ্ম,পুলিশকে নিশানা করে তীব্র কটাক্ষ করলেন বিজেপির রাজ্য সুকান্ত মজুমদার।

● ''নারীদের আমি মাতৃরূপে দেখি'', বিতর্কিত মন্তব্যের পর সাফাই দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

● ১৬ বছরের কম বয়সীদের জন্য অস্ট্রেলিয়ায় নিষিদ্ধ করা হচ্ছে সোস্যাল মিডিয়া।

● ''পাড়াতে পাড়াতে মাতাল চাষ করে দিয়েছে তৃণমূল সরকার'',তৃণমূলকে নিশানা করে তীব্র কটাক্ষ করলেন আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী।

● ড্রাইভিং লাইসেন্স নিয়ে বড়সড় নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। কোনো ব্যক্তির লাইট মোটর ভেহিকেল চালানোর লাইসেন্স থাকলে তিনি ৭৫০০ কেজি পর্যন্ত ওজনের বাণিজ্যিক গাড়িও চালাতে পারবেন।

● সিভিক ভলেন্টিয়ারদেরও তো পরিবার আছে।দশ হাজার টাকা বেতনে ভালো ভাবে কি আর সংসার চালানো যায় ? এত বেতন বৈষম্য কেন ? সম কাজে সম বেতন নয় কেন ? উঠছে প্রশ্ন।

● ''সরকারই আমাকে ফাঁসাচ্ছে। আমি খুন ও ধর্ষণ করিনি। আমি নির্দোষ'', বিস্ফোরক দাবি আর জি কর কান্ডে ধৃত সিভিক ভলেন্টিয়ার সঞ্জয় রায়ের।

● আবাস যোজনায় কারচুপি হলে আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি মাঠে ময়দানে নেমে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিলেন নওসাদ সিদ্দিকী!

● ধর্ষণের ঘটনা দিন দিন বাড়ছে।শিশু থেকে বৃদ্ধা, ধর্ষকদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না কেউ। নারী সুরক্ষা আজ প্রশ্নের মুখে। ধর্ষকরা এত সাহস পাচ্ছে কিভাবে ? উঠছে প্রশ্ন।

● ''দলের কিছু গদ্দার বিজেপি **(এরপর চারের পাতায়)**

ট্যাব কেলেঙ্কারি কান্ডের কিনারা করল পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ, গ্রেফতার ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন - ট্যাব কেলেঙ্কারি কান্ডের কিনারা করল পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ।ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এ পর্যন্ত মোট ৫ জনক গ্রেফতার করল পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ।মঙ্গলবার গ্রেফতার হওয়া হাসেমের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাতে মালদায় অভিযান চালিয়ে পিন্টু শেখ,জামাল শেখ, শ্রবণ সরকার এবং রকি শেখ নামে চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রাজ্য সরকারের তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পে ট্যাবলেট ফান্ডের তছরুপি মামলায় মঙ্গলবার রাতে ধৃত ৪ জনকে বুধবার আদালতে হাজির করা হয়।পুলিশ সূত্রে জানা

গেছে,মালদার ভগবানপুর কেবিএস স্কুলে চুক্তিভিত্তিক কম্পিউটার শিক্ষক রকি শেখ-এর বিরুদ্ধে একাধিক স্কুলের অ্যাকাউন্টের লগ ইন ক্রেডেনশিয়াল সরবরাহ করার অভিযোগ রয়েছে,যা অর্থ তছরুপিতে সহায়তা করেছে বলে প্রাথমিক তদন্তে পাওয়া যাচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,বাংলা শিক্ষা পোর্টাল অবৈধভাবে অ্যাকসেস করে স্টুডেন্টদের অ্যাকাউন্ট পাল্টে দিয়ে ট্যাবের টাকা হাতানোর অভিযোগে মালদার বৈষ্ণবনগর থেকে মঙ্গলবার হাসেম আলি নামে কম্পিউটার ডিপ্লোমা করা ২৯ বছর বয়সি এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ।তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাতে মালদা থেকে আরও ৪ জনকে গ্রেফতার করল পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ।ঘটনায় আরও কেউ যুক্ত আছে কিনা তা জানতে ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

বর্তমান ডিজিটাল যুগেও অম্লান বাঁকুড়ার বন্ধু পাতানোর মেলা !

নিজস্ব সংবাদদাতা - বর্তমান ইন্টারনেট নির্ভর জীবনে সোশ্যাল

মিডিয়ার সৌজন্যে যখন এক ক্লিকেই 'ফ্রেন্ড', সেই সময়ে দাঁড়িয়ে রীতিমতো উৎসব-অনুষ্ঠান করে মা মনসাকে সাক্ষী রেখে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হন অসংখ্য মানুষ।২০২৪ সালে পৌঁছে আজও এই প্রাচীন রীতি এখনো বেঁচে আছে বাঁকুড়া-বর্ধমান সীমানাবর্তী দক্ষিণ দামোদর এলাকায়। আর চলিত এই উৎসবের নাম 'সহেলা'।এই সহেলা পালনের উৎসবে ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে মানুষ বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হন। যা বর্তমান এই অস্থির সময়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য নজির হতে পারে।দীর্ঘ ১২ বছর (এরপর চারের পাতায়)

খেলার মাঠে গিয়ে ক্ষুদে খেলোয়াড়দের হাতে ফুটবল তুলে দিলেন ধনেখালি থানার ওসি

নিজস্ব প্রতিবেদন - আবারও ছোট ছোট স্কুল পড়ুয়াদের আবেদনে সাড়া দিলেন ধনেখালি থানার ওসি ইন্সপেক্টর প্রসেনজিৎ ঘোষ।বেশ কিছু দিন আগে ফুটবলের আবেদন নিয়ে সটান থানায় হাজির হয়েছিলেন কয়েকজন ক্ষুদে স্কুল পড়ুয়া।তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে থানা থেকে তাদের হাতে ফুটবল তুলে দিয়েছিলেন ওসি প্রসেনজিৎ ঘোষ।তাদের দেখাদেখি কয়েকদিন পর ধনেখালির আরও কয়েকজন বাচ্চা সটান থানায় হাজির হয়েছিল ফুটবলের আবেদন নিয়ে। ধনেখালি থানার ওসি ইন্সপেক্টর প্রসেনজিৎ ঘোষ তাদের কথা দিয়েছিলেন, ফুটবল মাঠে গিয়ে তাদের হাতে ফুটবল তুলে দেবেন তিনি।কথা রাখলেন প্রসেনজিৎ বাবু।বাচ্চাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে শুক্রবার বিকেলে ফুটবল নিয়ে সোজা চাঁদকুড়ি ও ইনাথ নগর মাঠে পৌঁছে গেলেন ধনেখালির ওসি ইন্সপেক্টর প্রসেনজিৎ ঘোষ।ধনেখালির ইনাথ নগর ও চাঁদকুড়ি মাঠে গিয়ে অভিজিৎ,জিৎ,রিভু,দিলসার,চিমা সহ বেশ কয়েকজন ক্ষুদে খেলোয়াড়ের হাতে ফুটবল তুলে

দিলেন তিনি।নতুন ফুটবল পেয়ে যারপরনাই খুশি ক্ষুদে স্কুল পড়ুয়া খেলোয়াড়রা।

দলের কিছু গদ্দার বিজেপি প্রার্থীর কাছ থেকে টাকা খেয়ে আমাকে হারিয়েছে,বিস্ফোরক মন্তব্য সুজাতার

নিজস্ব সংবাদদাতা - ''দলের কিছু গদ্দার বিজেপি প্রার্থীর কাছ থেকে টাকা খেয়ে আমাকে হারিয়েছে'',

এমনই বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিগত লোকসভা নির্বাচনে বিষ্ণুপুর

আর জি কর কান্ডের প্রতিবাদে ন্যায় বিচারের দাবিতে দ্রোহের গ্যালারি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে!

লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল।লোকসভা ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর ইন্দাস ব্লক তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চে এই প্রথমবার যখন তাঁর হারের কারণ নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলছেন, তখন সেই মঞ্চে বসে আছেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি বিক্রমজিৎ চট্টোপাধ্যায়, দলের রাজ্যস্তরীয় নেতা শুভাশীষ বটব্যাল সহ অন্যান্যরা।উল্লেখ্য, বিগত (এরপর চারের পাতায়)

জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মেহেমুদ খাঁনের হাতে খবর সোজাসুজি পত্রিকার শারদীয় উৎসব সংখ্যা তুলে দিলেন খবর সোজাসুজি'র সম্পাদক ইসরাইল মল্লিক।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক বিজন গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে খবর সোজাসুজি পত্রিকার শারদীয় উৎসব সংখ্যা তুলে দিলেন খবর সোজাসুজি'র সম্পাদক ইসরাইল মল্লিক।

অতিবৃষ্টি,বন্যা এবং দানা'র মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত একটিও চাষী যাতে বীমার আওতা থেকে বাদ না যায় তা সুনিশ্চিত করতে কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে হুগলি জেলা পরিষদ হলে রিভিউ মিটিংয়ে উপস্থিত রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়,কৃষিজ বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না, সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া, ডিএম মুক্তা আর্য সহ জেলা ও ব্লক স্তরের কৃষি কর্মাধ্যক্ষবৃন্দ,পঞ্চায়েতের কৃষি সঞ্চালক এবং কৃষি আধিকারিকবৃন্দ।

খবর সোজাসুজি

Volume-2 ● Issue- 11 ● 15 November, 2024

মরণ ফাঁদ

মাইক্রো ফিনান্স সংস্থার লোন নিয়ে চড়া সুদের চক্রে পড়ে সর্বসান্ত হচ্ছে গ্রাম বাংলার সাধারণ গরিব মানুষ।এ যেন মরণ ফাঁদ !লোনের কিস্তি দিতে না পারলে বাড়ি বয়ে হুমকি দিয়ে যাচ্ছে মাইক্রো ফিনান্স সংস্থার কর্মীরা। রাত দশটা এগারোটার সময়েও এসে বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ছে লোন আদায়কারীরা।লোনের কিস্তি দিতে না পেরে মাইক্রো ফিনান্স সংস্থার কর্মীদের হুমকির ভয়ে অনেকেই ঘরবাড়ি ছেড়ে আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। তবে আত্মীয় স্বজনের বাড়ি গিয়েও নিস্তার নেই ! সেখানেও হানা দিচ্ছে লোন আদায়কারীরা,দিচ্ছে হুমকি। শুধু টাকাই লোন হিসেবে দেওয়া হচ্ছে না,লোন দেওয়ার সময় মোবাইল, টর্চ লাইট সহ বিভিন্ন আসবাবপত্রও চড়া সুদে লোনে কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে।ইচ্ছা না থাকলেও পাছে লোন না দেয় সেই ভয়ে এই সব জিনিসপত্র কিনতে বাধ্য হচ্ছে গ্রামের গরিব মানুষ। লোনের ভারে জর্জরিত হয়ে পড়ছে তারা।খালি হাতে লোন পাওয়ার ফলে এক এক জন তিনটে চারটে সংস্থার কাছ থেকে লোন নিচ্ছে।লোন শোধ করতে পারবো কি না সেদিকে তাদের খেয়াল থাকছে না। লোন নিয়ে তারা সংসার চালাচ্ছে।আর মাইক্রো ফিনান্স সংস্থাগুলি সব জেনে বুঝেই তাদের লোনের প্রলোভন দেখাচ্ছে।লোন পরিশোধ করার সামর্থ্য নেই তা বুঝতে পেরেও একরকম জোর করেই লোন গতিয়ে দিচ্ছে তারা। একটা লোনের কিস্তি শোধ করার জন্য নতুন করে আবারও লোন পাইয়ে দিচ্ছে তারা।আর এভাবে চলতে গিয়ে যখন লোনের ভারে হাবুডুবু খাচ্ছে সাধারণ গরিব মানুষ তখন তাদের আরও চেপে ধরছে এই সব সংস্থাগুলো।কে নেই তাদের মধ্যে ! বন্ধন, উজ্জীবন,ফিউসন,আশীর্বাদ,আরোহণ,এল এন্ড টি,মুথুট, গ্রামশক্তি সহ আরও কত মাইক্রো ফিনান্স সংস্থার কর্মী দিনরাত দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছে। লোনের কিস্তির টাকা পরে দেব বললেও রেহাই পাচ্ছে না গ্রামের সাধারণ খেটে খাওয়া গরিব মানুষ।একটা লোন শোধ করতে গিয়ে নতুন করে আবারও লোন নিতে বাধ্য হচ্ছে তারা। মাইক্রো ফিনান্স সংস্থার কর্মীরা বাড়িতে গিয়ে সব কিছু দেখে শুনে সিবিল দেখে সামর্থ্য আছে কি না জেনে বুঝে লোন দিচ্ছে। তাহলে লোনের কিস্তি শোধ করতে না পারলে এত চাপ দেওয়া হচ্ছে কেন ? তার সামর্থ্য নেই দেখেই তো চড়া সুদে খালি হাতে লোন দেওয়া হচ্ছে ? তাহলে বাড়িতে গিয়ে এত হম্বিতম্বি করলে হবে ? লোন দেওয়ার আগে তো একবার ভাবা দরকার লোন শোধ করতে পারবে কি না ? টার্গেট পূরণ করতে গিয়ে গরিব মানুষেরও সর্বনাশ করছে মাইক্রো ফিনান্স সংস্থার কর্মীরা আর নিজেরাও সমস্যায় পড়ছে। প্রতিনিয়ত রাত নেই দিন নেই,যখন তখন ঝগড়াঝাঁটি, গালমন্দ, অশান্তি,হুমকি ! লোনের কিস্তি আদায়ের নামে এভাবে কি যখন তখন কারো বাড়িতে এসে হুমকি দিতে পারে মাইক্রো ফিনান্স সংস্থার কর্মীরা ? চাপে পড়ে লোনের টাকা দিতে না পেরে যদি কেউ সুইসাইড করে তাহলে তার দায়িত্ব মাইক্রো ফিনান্স সংস্থার কর্মীরা নেবে তো ?

সম্পাদক সমীপেষু,
খবর সোজাসুজি

সম্প্রতি বেশ কিছু মাস যাবৎ আমাদের ডোমেস্টিক এয়ার সার্ভিস (দেশীয় বিমান পরিষেবা) বেশ সমস্যার মুখে দাঁড় করাচ্ছে মানুষকে। এর প্রধান কারণ বলতে গেলে ফ্লাইট-এর বিলম্ব অথবা ফ্লাইট বাতিল হওয়া। ফলস্বরূপ যাত্রীদের বহু গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে; যেমন উল্লেখযোগ্য মিটিং, ইন্টারভিউ, চিকিৎসা বা যে কোনো রকমের জরুরি উপস্থিতি, যেগুলি সময়ানুবর্তিতার উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। খারাপ আবহাওয়ার পাশাপাশি পর্যাপ্ত পরিমাণে কর্মী-র অভাব, যান্ত্রিক গোলযোগ কিংবা অনুন্নত পরিকাঠামো এর জন্য দায়ী কিনা অথবা কতটা তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে একটু খতিয়ে দেখতে এবং তার যথাযথ ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানাই। ধন্যবাদান্তে

ড. বিজুরিকা চক্রবর্তী, কলকাতা

মা তাল

পার্থ পাল

কি অদ্ভুত এই দুনিয়া! পুষ্টিকর দুধ দেওয়ার জন্য গোয়ালাভাই বাড়িতে আসছেন। আমরা তাঁর দুধের দামের জন্য দরাদরি করছি। আবার অন্যদিকে মদ কেনার জন্য লিকারশপে লাইন দিচ্ছি ধৈর্য ধরে। এবং বোতলের গায়ে যে দাম লেখা আছে তা দিয়ে দিচ্ছি বিনা বাক্যব্যয়ে। উৎসবের সময় গঞ্জের যে কোনো লিকারশপে কোটি টাকার নিচে বিক্রি নেই! মদ এখন এতটাই জনপ্রিয়। শোকে, দুঃখে, আনন্দে, উৎসবে, পূজা-পার্বণে, বন্ধুদের সঙ্গে পুনর্মিলনে, শ্মশানঘাটে কিংবা 'ওটি ছাড়া ঘুম আসে না' অজুহাতে মদমত্ত বাঙালি। এই মত্ততা যত বাড়ে চেতনা ততই কমতে থাকে। চেতনার অভাব থেকে আসে কর্মবিমুখতা, আলস্য, 'টাইমপাস' সংস্কৃতি, 'কাটমানি' মানসিকতা, কথা দিয়ে কথা না রাখার অভ্যাস, গুন্ডামি, খুন, ধর্ষণ, অপরাধপ্রবণতা। এবং..., সবশেষে নিরানন্দের জীবন। এখান থেকে উদ্ধারের উপায় কী? কিভাবে চললে মাতাল না হয়ে সুস্থ সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা যায়? তা জানার জন্য মদের সঙ্গে পরিচিত হওয়াটা জরুরি।

মদ খারাপ নয় ; খারাপ হলো-মদমত্ত হওয়া। প্রাচীনকালে পাকা ফলকে গেঁজিয়ে বা ফার্মেন্টেশন করে মদ তৈরি করা হতো। পুরানে মধুকে মদ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করতে যুদ্ধক্ষেত্রে গেছেন। অসুর তাঁর সামনে গর্জন করে চলেছে। দেবী তখন তাকে বলছেন, ক্ষ্ম গর্জ গর্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবামঘ্যহম। ক্ষ্ম অর্থাৎ যতক্ষণ আমি মধু (বা মদ) পান করছি; ততক্ষণ তুই গর্জন করে নে। কেবল পুরানে নয়, আর্যদের সময়কালেও মদের ব্যাপক ব্যবহার ছিল। তখন মদকে বলা হত 'সোমরস '। হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে সোমলতা নামের জলজ লতানে গাছ পাওয়া যেত। তা থেকেই তৈরি হতো সোমরস। যা পান করতেন সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষেরা। রামায়ণের কাহিনী থেকে জানা যায়, রামরাজত্বে রাজা, প্রজা সকলেই মদ্যপান করতেন। পূজনীয় সাধক বামাক্ষ্যাপা মদ খেয়ে মা তারার সাধনায় বসতেন। সেই সাধনায় তিনি সিদ্ধি লাভ করেছিলেন বলেই তাঁর জন্মস্থান এখন ভক্তপ্রিয় তারাপীঠ। মধ্যপ্রাচ্য অর্থাৎ আরব

দুনিয়ায় প্রাচীনকালে পানীয় জলে অ্যালকোহল বা মদ মেশানো হতো। কারণ মদের জীবাণুনাশক ক্ষমতা আছে। যা পানীয় জলকে জীবাণুমুক্ত করে ওই এলাকার মানুষদের রোগমুক্ত থাকতে সাহায্য করত। বর্তমানেও হোমিওপ্যাথিক ও বিভিন্ন অঞ্চালোপঞ্চাথিক সিরাপে নির্দিষ্ট মাত্রায় অ্যালকোহল থাকে। সে কথা প্রসঙ্গেই দুজন বিশিষ্ট চিকিৎসকের সঙ্গে আলাপে জানা গেল অদ্ভুত কিছু তথ্য। ওনারা জানালেন, মদ স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো!

যেমন, 'বিয়ার'-এ অ্যালকোহলের শতকরা পরিমাণ কম থাকায়, এটি মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বাড়ায়। তাতে মনমেজাজ ভালো থাকে। রেড ওয়াইন মানসিক উদ্বেগ কাটাতে সাহায্য করে। এবং এটি পান করলে খাবার দ্রুত হজম হয়। 'হুইস্কি' এবং 'রাম' যেমন ত্বকের উজ্জ্বলতা কমায় এবং ওজন বাড়ায়; তেমন গ্যাস্ট্রাইটিস এর সমস্যাও কমায়। মূলত আখের রস থেকে তৈরি ক্যারিবিয়ান প্রজাতির মদ 'রাম' শরীরের মঞ্চাজমঞ্চেজে ভাব ও ব্যথা উপশমের সাহায্য করে। শীতে শরীরের উষ্ণতা বাড়াতে এবং ভালো ঘুমের প্রত্যাশায় অনেকেই তাই 'রাম'-এর স্মরণ নেয়। 'ব্র্যান্ডি' নামের অ্যালকোহলটি নাকি বয়সের ছাপ পড়তে দেয় না। সেইসঙ্গে এটি মদঘ্যপায়ীর ত্বক-চেহারায় নিয়ে আসে জেল্লা। 'শঘ্যাম্পেন'-এ উপস্থিত রেসভারেট্রল নামের উপাদানটি রক্তনালীতে ফ্যাট জমতে দেয় না। তাতে হৃদপিন্ডের স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

এ পর্যন্ত পড়ে প্রিয় পাঠক নিশ্চিত ভাবছেন, লেখক বুঝি মদের গুণাগুণ করতে বসেছেন। দার্শনিকরা বলেন, আপনি যতক্ষণ ঘোড়াকে লাগামের নিয়ন্ত্রণে ছোটাতে পারছেন, ততক্ষণ তা মঙ্গলজনক। যখন লাগাম হারিয়ে যাবে, তখন আপনি চলে যাবেন ঘোড়ার নিয়ন্ত্রণে। আর তখনই ঘটবে বিপদ। অর্থাৎ পার্থক্য করে দিচ্ছে লাগাম বা নিয়ন্ত্রণ। একইভাবে মদ্যপান মাত্রা ছাড়ালেই ধাপে ধাপে আসে শারীরিক, সামাজিক ও মানসিক বিপদ। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটিই ঘটে। বর্তমানে এই মাত্রাছাড়া, মদসর্বস্ব সামাজিকতার জন্য অনেকেই সরকারকে দায়ী করেন। বাস্তবিকই, এখন বিদ্যালয়ের থেকেও মদের দোকানের সংখ্যা বেশি। লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিকারশপের পাশাপাশি কিছু ওষুধের দোকানেও এগুলি চোরাগোপ্তা বিক্রি হয়। তার উপর আছে দেশি মদ, যা অনেক ক্ষেত্রে 'পলিথিন চয়েস' নামে মাতালপ্রিয়।

সরকার এদের চটাবে না। কারণ রাজস্বের একটি মোটা অংশের জোগান দেয় আবগারি দপ্তর। বড় খেলাগুলির স্পনসরের দায়িত্বে আছে মদ কোম্পানিগুলিই। তবুও যত দোষ সরকারকে দিলে অনঘ্যায় হবে। মানুষ চাইছেন বলেই মদের বিক্রি বাড়ছে। বিহারে মদ নিষিদ্ধ। কিন্তু চোরাই মদ মহার্ঘ্য। তাতে রাজ্যবাসীর মদ খাওয়া যেমন কমছে না তেমনি বিহার সরকারও বঞ্চিত হচ্ছে বিপুল রাজস্ব থেকে।

তাই মানুষকেই মাতাল হওয়া থেকে দূরে থাকতে হবে। তার জন্য প্রচুর পরিমাণে জল খেতে হবে ; মেতে যেতে হবে ভালো সংস্কৃতিক নেশায়; মিশতে হবে ভালো বন্ধুমহলে। সর্বোপরি নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হবে সৃজনশীল কাজে। এবং এই পদক্ষেপগুলি নিতে হবে নিজেকেই। জীবনযুদ্ধে চলতে হবে পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ; মা-তাল হওয়া চলবে না।

ছবি

(খবর সোজাসুজি'র উৎসব সংখ্যার প্রচ্ছদ দেখে)

সুনীতি মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ মানে,মলাট,
মলাটটা ভালো রেখে অনেকেই
ফিরিয়ে তো নেয় ললাট।
সেই প্রচ্ছদ নয়,
এই প্রচ্ছদ আপনার রূপে
সব মন করে জয়।
'খবর সোজাসুজি'-র এবার
শারদীয়ার 'কভার' ---
পাঠককে যেন বলতে হয় না,
নজর কাড়বে সবার।
আহা, ছুটন্ত রেলগাড়িটা যে
সবার নজরে পড়ে,
যেন বলে হেঁকে,'এস ঘর থেকে'
আহা,দেখে মন ভরে।
সবাইকে বলে, বন্দী থেকো না
বাইরের দিকে ছোট,
দেখবে, জীবনে ব্যস্ততা ছাড়া
খুশিটাও নয় ছোট।
আহা,ওই রেল-সাঁকো,
বলে, খুব জোরে হাঁকো,
এপার-ওপার -- দুই মিলে এক,
দূরের আদর মাখো।
নীচে শামুকের দল,
দু-পাড়ে শুভ্র কাশ,
বলে যেন ওগো,হিসাবটা রেখে
প্রকৃতিকে ভালোবাস্।
ছোট ছোট ঢেউ - দেখছে না কেউ,
তবু ওরা ওঠে - পড়ে,
সূর্যের আলো শরীরে মাখিয়ে
জলের আয়না গড়ে।
রেল গাড়িটার ঝম্ ঝমাঝম্
আওয়াজ শুনতে পাই,
হেঁকে বলে ফেলি,থামো না, আমিও
তোমার সঙ্গে যাই।

এদিক সেদিক

সিদ্ধেশ্বর দত্ত

এদিক সেদিক কত কথাই
হয় যে বলা রোজ
কথায় কথায় কথার মাঝে
তার পাওয়া যায় খোঁজ।
"এদিক সেদিক তাকিয়ে চল"
পথ চলতে কয়
একটুখানি এদিক সেদিক
মানিয়ে নিতে হয়।
কুরুক্ষেত্র বাঁধাবে বস
এদিক সেদিক হলে
সময় মেনে অফিসে তাই
কেউ কেউ যায় চলে।
দর্জি বলে - জামা খাটো ?
-এমন কিছুই নয়
একটুখানি এদিক সেদিক
করে দিলেই হয়।
তহবিলে এদিক সেদিক
করল কে বা কারা-
পুলিশ ছোটে এদিক সেদিক
ধরতে মাথা যারা।
দামের চোটে ক্রেতার মনে
লাগল ভীষণ ধাঁধা
"একটুখানি এদিক সেদিক
নিন্ না করে দাদা ! "
স্টিয়ারিং-এ হাতটি রেখে
মোবাইলে চোখ
এদিক সেদিক একটু হলেই
সোজা পরলোক।
একটুখানি এদিক সেদিক
ঘটিয়েছিলেন বলে-
অলিম্পিকে পদক থেকে
কেউ বা গেলেন টলে।
এদিক সেদিক উঁকি মারা
স্বভাব আছে কারো
ব্যালেন্স করে এদিক সেদিক
চলতে তুমি পারো।
একটুখানি এদিক সেদিক
হলেই মস্ত ভুল
পরমাণুর চুল্লি ফেটে
বিশ্ব হুলস্থুল !

একের পর এক কালী মন্দিরে চুরির ঘটনায় ৩ জনকে গ্রেফতার করল পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ।

পুলিশের নাকা তল্লাশিতে উদ্ধার ৯৪ কেজি গাঁজা !

নিজস্ব প্রতিবেদন - শুক্রবার রাতে বিশেষ সূত্রের মাধ্যমে খবর পেয়ে অত্যন্ত দ্রুত আউশগ্রামের বাগবাটি রোডে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের আউশগ্রাম থানার ছোড়া ফাঁড়ির পুলিশ এবং স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ নাকা তল্লাশি শুরু করে।পুলিশ দেখে গাড়ি ফেলে পালিয়ে যায় এক সন্দেহভাজন ব্যক্তি।গাড়ি টি তল্লাশি করে পলিথিন মোড়ানো প্যাকটে ও পলিথিন ব্যাগে প্রায় ৯৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ।গাড়িটি সহ সমস্ত মাদক দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ।অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আউশগ্রাম থানায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।এই র‍্যাকেটের সঙ্গে জড়িত দুর্বৃত্তদের ধরতে জোর কদমে অভিযান শুরু করেছে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ।

মধু চক্রে হানা দিয়ে যৌন র‍্যাকেটের সাথে যুক্ত অপরাধীদের পাকড়াও করল পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ,ম্যানেজার,হোটেল মালিক সহ গ্রেফতার ৫

নিজস্ব সংবাদদাতা - পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের অভিযানে ধরা পড়লো যৌন র‍্যাকেটের সাথে যুক্ত অপরাধীরা।গ্রেফতার করা হয়েছে ম্যানেজার সহ হোটেল মালিককে।ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের একটি বিশেষ টিম পূর্ব বর্ধমানের সিমনোরি গলসি এলাকাতে একটি হোটেলে অভিযান চালিয়ে বারো জন মহিলাকে উদ্ধার করে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,হোটেলটিতে এই মহিলাদের নিয়ে গোপনে জোরপূর্বক একটি যৌন র‍্যাকেট চলছিল।হোটেল থেকে বেআইনি কাজে যুক্ত বেশ কিছু জিনিস বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। আইটিপিএ আইনের আওতায় মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।ম্যানেজার,হোটেল মালিক সহ ৫ জনকে এই বেআইনি কাজে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং হোটেলের লাইসেন্স বাতিল প্রক্রিয়াও শুরু করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।এই যৌন র‍্যাকেটের সঙ্গে জড়িত অন্য ব্যক্তিদের খোঁজে জোর কদমে তদন্ত শুরু করেছে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ।

সম্পাদক সমীপেষু,
খবর সোজাসুজি

ধনিয়াখালি হাসপাতালে যাবার জন্য হারপুর মোড় থেকে একটি পিচরাস্তা আছে। দশঘরার দিক থেকে অসুস্থ রোগীদের হাসপাতালে আনার জন্য অনেকেই এই পথটি ব্যবহার করেন। কিন্তু বর্তমানে রাস্তাটির অবস্থা খুব খারাপ। যত্রতত্র পিচ উঠে গিয়ে খানাখন্দের সৃষ্টি হয়েছে এবং যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে রোগীদের নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসায় অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে একান্ত অনুরোধ বিষয়টির প্রতি নজর দেওয়ার এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের। ধন্যবাদ।

সিদ্ধেশ্বর দত্ত, খানপুর,হুগলি

সিঙ্গুর রতনপুর উদয় সংঘের জগদ্ধাত্রী পুজোর শোভাযাত্রায় উপস্থিত হুগলির সাংসদ রচনা ব্যানার্জি।

ধনেখালি সুরভি পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক মহেন্দ্রনাথ দাসের হাতে খবর সোজাসুজি পত্রিকার শারদীয় উৎসব সংখ্যা তুলে দিলেন খবর সোজাসুজি পত্রিকা পরিবারের অন্যতম সদস্য স্বনামধন্য শিক্ষক ও সাহিত্যিক পার্থ পাল।

শিপতাই মহুলা সতীরঞ্জন বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক কুন্তল চট্টোপাধ্যায়ের হাতে খবর সোজাসুজি পত্রিকার শারদীয় উৎসব সংখ্যা তুলে দিলেন খবর সোজাসুজি'র সম্পাদক ইসরাইল মল্লিক।

ধনেখালি ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি সৌমেন বসু'র হাতে খবর সোজাসুজি পত্রিকার শারদীয় উৎসব সংখ্যা তুলে দিলেন খবর সোজাসুজি'র সম্পাদক ইসরাইল মল্লিক।

নবগ্রামে কালীপুজোর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন,জামালপুর থানার ওসি ইন্সপেক্টর নিতু সিং,জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

চলে গেলেন বিশিষ্ট কবি অশোক বর্মন

নিজস্ব সংবাদদাতা - চলে গেলেন বিশিষ্ট কবি অশোক বর্মন। শনিবার রাত দশটা কুড়ি মিনিটে বর্ধমান মেডিভিউ নার্সিং হোমে শেষ নিঃশ্বাস

ত্যাগ করেন তিনি। দুদিন আগে সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়ে কলকাতা বাঙুর হসপিটালে ভর্তি হন তিনি।ওখানকার ডাক্তারগণ জবাব দিলে বর্ধমানে আনা হয় তাকে।অশোক বাবুর বাড়ি বর্ধমানের ময়ুর মহলে। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল প্রায় ৭০ বছর।রবিবার সকালের তার শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়।সদা হাস্যময়,মৃদু ভাষী মুক্তমনা অশোক বর্মন বিভিন্ন সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।অশোক বাবুর মৃত্যুতে সাহিত্য জগতে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

বিশিষ্ট কবি অরুণকুমার মান্না'র হাতে খবর সোজাসুজি পত্রিকার শারদীয় উৎসব সংখ্যা তুলে দিলেন খবর সোজাসুজি'র সম্পাদক ইসরাইল মল্লিক।

KHABOR SOJASUJI
RNI.NO.WBBEN/2023/87806

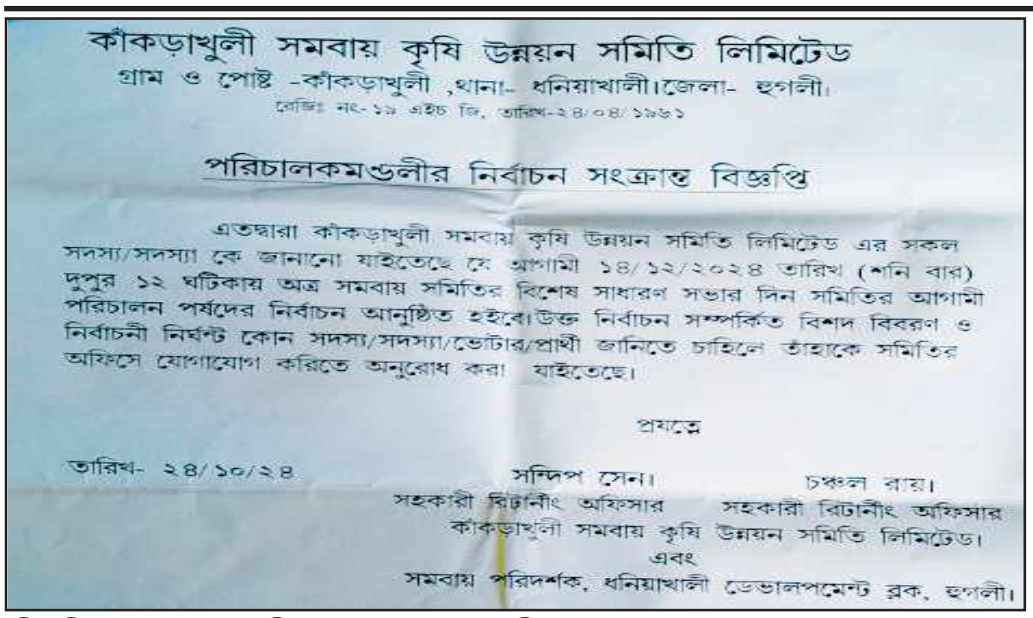

কাঁকড়াখুলী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
গ্রাম ও পোষ্ট -কাঁকড়াখুলী ,থানা- ধনিয়াখালী।জেলা- হুগলী।
রেজিঃ নং- ১৯ এইচ ডি, তারিখ-২৪/০৪/ ১৯৬১

পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা কাঁকড়াখুলী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর সকল সদস্য/সদস্যা কে জানানো যাইতেছে যে আগামী ১৪/১২/২০২৪ তারিখ (শনি বার) দুপুর ১২ ঘটিকায় অত্র সমবায় সমিতির বিশেষ সাধারণ সভার দিন সমিতির আগামী পরিচালন পর্ষদের নির্বাচন আনুষ্ঠিত হইবে।উক্ত নির্বাচন সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ ও নির্বাচনী নির্ঘন্ট কোন সদস্য/সদস্যা/ভোটার/প্রার্থী জানিতে চাহিলে তাহাকে সমিতির অফিসে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

প্রযত্নে

তারিখ- ২৪/১০/২৪

সন্দিপ সেন। সহকারী রিটার্নীং অফিসার
চঞ্চল রায়। সহকারী রিটার্নীং অফিসার
কাঁকড়াখুলী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড।
এবং
সমবায় পরিদর্শক, ধনিয়াখালী ডেভালপমেন্ট ব্লক, হুগলী।

সিভিক ভলেন্টিয়ারের বাড়িতে গ্যাস বেলুনে গ্যাস ভরার সময় সিলিন্ডার ফেটে মৃত্যু হল এক যুবকের

নিজস্ব সংবাদদাতা - সাঁইথিয়া থানার বিলসা গ্রামে সিভিক ভলেন্টিয়ারের বাড়িতে গ্যাস বেলুনে গ্যাস ভরার সময় বিস্ফোরণ ! ঘটনায় মৃত্যু একজনের। মৃতের নাম বিপদতারণ বাগদী। মৃতের বাড়ি ওই গ্রামেই।ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়।সিভিক ভলেন্টিয়ারের বাড়িতে ভাঙচুর করে উত্তেজিত গ্রামবাসীরা।এলাকায় মোতায়ন রয়েছে সাঁইথিয়া থানার পুলিশ।পলাতক সিভিক ভলেন্টিয়ার দুর্গাপ্রসাদ

ভট্টাচার্য।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সাঁইথিয়া থানায় কর্মরত সিভিক ভলেন্টিয়ার দুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য বেশ কিছু দিন ধরে গ্যাস বেলুনের ব্যবসা করছিল বলে অভিযোগ। রবিবার দুপুরে দুর্গাপ্রসাদ বিপদতারণকে তার বাড়িতে ডেকে নিয়ে আসে। অভিযোগ, বিপদতারণ গ্যাস ভরার কাজ করছিল। হঠাৎ করে গ্যাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়। বিপদতারণ গুরুতর আহত হয়। পরে সে ঘটনাস্থলেই মারা যায়।এর পরে গ্রামের লোকজন দুর্গাপ্রসাদের বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর করে। ঘটনায় এলাকায় রয়েছে উত্তেজনা। এলাকায় মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।পুরো ঘটনার তদন্ত করছে সাঁইথিয়া থানার পুলিশ।

ঝাড়খণ্ড থেকে মোবাইল উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দিল ধনেখালি থানার পুলিশ !

নিজস্ব প্রতিবেদন - চুরি হওয়া ও হারিয়ে যাওয়া ২৫ টি মোবাইল ২৫

দিনে উদ্ধার করে মঙ্গলবার প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল ধনেখালি থানার পুলিশ। তারমধ্যে একটি আই ফোনও আছে।আবার একটি মোবাইল ঝাড়খণ্ড থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়েছে বলে জানিয়েছেন হুগলি গ্রামীণ পুলিশের ডিএসপি ডি এন্ড টি প্রিয়ব্রত বক্সী।

গুড়াপ রেল মাঠের কালী প্রতিমা।

দশঘরা ১৪ ঘর বসু বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজোয় রীতি মেনে আজও হয় ছাগ বলি

নিজস্ব প্রতিবেদন - দশঘরা ১৪ ঘর বসু বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজো এবার ৩২০ বছরে পড়ল।রবিবার একই দিনে সপ্তমী,অষ্টমী, নবমীর পুজো অনুষ্ঠিত হল।৩০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই রীতিই চলে আসছে।সূর্য সিদ্ধান্ত মতে হয় পুজো।তিথি নক্ষত্র মিলিয়ে ঘড়ি ধরে হয় বসু বাড়ির পুজো।এখনও বলি প্রথা চালু আছে।অষ্টমীর পুজোর সময় হয় ছাগ বলি।দুর্গাপুজোতেও একদিন হয় ছাগ বলি।

কেশবপুরের কালী প্রতিমা।

ডিজিটাল যুগেও

(প্রথম পাতার পর)

পর শনিবার এমনই ‘সহেলা’ বা ‘সয়লা’ পরবে অংশ নিলেন ইন্দাসের শালিকোনা গ্রামের মানুষ।উল্লেখ্য, ‘সয়লা’র অন্যতম অঙ্গ হল ‘গোয়া চালানো’।গোয়া হলো সয়লার ঝাঁপি।এই ঝাঁপির মধ্যে দই,পঞ্চ শস্য, গোটা হলুদ,সিঁদুর,খই,গোটা সুপারি, পান,বাতাসা রাখা থাকে।স্থানীয় চণ্ডি মন্দিরে পুজো দিয়ে পরস্পরের বাড়িতে ‘গোয়া চালিয়ে’ স্থানীয়রা নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন।আর এই ‘গোয়া চালানো’র সময় পরস্পরকে শোলার মালা পরিয়ে,দইয়ের ফোঁটা দিয়ে ‘উপরে খই নিচে দই আমি তোমার চিরকালের সই’ এই কথা বলে বন্ধুত্বের সূচনা হয়। এমনকি বিগত বছর গুলিতে তৈরী হওয়া ‘বন্ধুত্বে’র পুনর্নবীকরণের সুযোগ থাকে এই ‘সয়লা’ উৎসবে।

গদ্দার বিজেপি প্রার্থীর

(প্রথম পাতার পর)

লোকসভা নির্বাচনে বিষ্ণুপুর কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী তথা তাঁর প্রাক্তন স্বামী সৌমিত্র খাঁ-র কাছে ৫ হাজার ৫৬৭ ভোটে পরাজিত হন তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল। তার পর থেকে তিনি এ বিষয়ে প্রকাশ্যে কিছুই বলেননি। সম্প্রতি ইন্দাসে প্রকাশ্য সভায় হারের কারণ নিয়ে মুখ খোলা ও দলের একাংশকে দায়ী করা নিয়ে শাসক দলের অন্দরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)

প্রার্থীর কাছ থেকে টাকা খেয়ে আমাকে হারিয়েছে”,বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিগত লোকসভা নির্বাচনে বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মন্ডল।

- আবাস যোজনায় দুর্নীতির অভিযোগে দিকে দিকে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ। আবাস যোজনার সার্ভের কাজে যেন কোনো অস্বচ্ছতা না থাকে,সতর্ক বার্তা মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের।
- প্রয়াত বর্ষীয়ান অভিনেতা মনোজ মিত্র।
- সারের কালোবাজারি বিরুদ্ধে,সারের সঙ্গে ট্যাগিং এর বিরুদ্ধে কৃষক শ্রমিক ঐক্য মঞ্চের পক্ষ থেকে খানপুরে পড়ল পোস্টার।
- ১৪৭০ টাকার সার কোথাও ১৮০০ আবার কোথাও ১৯০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে,দেওয়া হচ্ছে না রসিদ,অভিযোগ।আলুর দাম বাড়লে যারা মাঠে নেমে পড়েন এখন সেই টাস্ক ফোর্স কোথায় ? উঠছে প্রশ্ন।
- শুধু সবজির বাজারে হানা দিলে হবে,মাঝে মধ্যে সারের দোকানও উঁকি মারুন।চাষীরা যাতে ট্যাগিং ছাড়া ন্যায্যমূল্যে সার পায় তার ব্যবস্থা করুন।শুধু মুখে চাষী প্রেম দেখালে হবে না,কাজে দেখাতে হবে,বলছেন অনেকেই।
- জেলায় একের পর এক কালী মন্দিরে চুরির ঘটনায় ৩ জনকে গ্রেফতার করল পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ।
- মানুষের অধিকার বুঝিয়ে দিতে রাজনীতিতে এসেছি,অর্থ কামাতে নয়, প্রকাশ্য জনসভায় ঘোষণা করলেন নওসাদ সিদ্দিকী

পুলিশের জালে জাল দলিল তৈরির মাস্টার মাইন্ড !

নিজস্ব প্রতিবেদন - জাল দলিল কান্ডে বড় সড় সাফল্য পেল হুগলি গ্রামীণ পুলিশ।জাল দলিল তৈরির অভিযোগে পিনাকী ব্যানার্জি নামে আরও এক মুহুরিকে চুঁচুড়া থেকে বৃহস্পতিবার গ্রেফতার করল ধনেখালি থানার পুলিশ।ধৃত পিনাকী ব্যানার্জির বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর,বাড়ি ব্যান্ডেলের কেউটা এলাকায়।ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,ধনেখালি, চুঁচুড়া সহ জেলার বিভিন্ন ব্লকের বিএলআরও’তে জাল দলিল তৈরি করত পিনাকী। দীর্ঘদিন ধরে পলাতক থাকার পর বৃহস্পতিবার পুলিশের জালে ধরা পড়ে পিনাকী। জাল দলিল কান্ডে জড়িত আরও কয়েকজন এখনও পলাতক আছে।তাদের খোঁজেও তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।এ নিয়ে এখনও পর্যন্ত জাল দলিল কান্ডে মোট ১২ জনকে গ্রেফতার করল ধনেখালি থানার পুলিশ

জৌগ্রামের মুখার্জি বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজো এবার ৮৫ বছরে পড়ল

নিজস্ব সংবাদদাতা - ৮৫ বছরে পা রাখল জৌগ্রামের মুখার্জি বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজো।এটি একটি প্রাচীন

ঐতিহ্যবাহী পুজো।নবমীর দিনেই হয় সপ্তমী ও অষ্টমীর পুজো।পরের দিন হয় দশমী। পরিবারের সদস্য লক্ষ্মীপ্রসাদ মুখার্জী ও তাঁর স্ত্রী বৈশাখী মুখার্জি জানান,তাঁদের এই পুজো গোটা পরিবারকে এক সুতোয় বেঁধে রেখেছে। তাঁর দাদু এক সাধুবাবার কথা অনুসারে এই পুজো শুরু করেন যা দেখতে দেখতে আজ ৮৫ বছরে পড়েছে। পুজোয় বাইরের কোনো মিষ্টান্ন মাকে দেওয়া হয় না। সমস্ত মিষ্টান্ন বাড়ির মহিলারাই তৈরী করেন। মুখার্জী বাড়ির এই পুজো দেখতে ভিড় জমান গ্রামের লোকেরা।

FARHAD HOSSAIN
Channel Partner
শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের জন্য যোগাযোগ করুন। 7718563194
KHANPUR HOOGHLY WEST BENGAL KHANPUR, HOOGHLY, WEST BENGAL, INDIA 712308
farhad05ster@gmail.com
www.angelone.in
AngelOne

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com